



## উপজেলা পরিক্রমা

### সভার

সবুজে শ্যামলে প্রাচীন ঐতিহ্যে লালিত সংখ্যাধিক মুসলিম জনগণের আবাসভূমি, মহারাজ হরিশচন্দ্রের 'সম্ভার' নগরী রূপকথার যাদুকর দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্মস্থান আজকের এ সভার।

সর্বোপরি ত্রিশ লাখ বীর শহীদানের পুণ্যস্মৃতি বহনকারী জাতীয় স্মৃতিসৌধকে বুকে নিয়ে মিষ্টি জাতীয় ফল কাঠাল, প্রচুর শাক-সজি উৎপাদনকারী সভার উপজেলা ধামরাই ও সিংগাইরের পূর্বে, মিরপুর ও গাজীপুরের পশ্চিমে, কেরানীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জের উত্তরে এবং কালিয়াকৈরের দক্ষিণে অবস্থিত। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী গবাদি পশুপালন খামার, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পিএটিসি), সেনা ছাউনী, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস, আর্মি ডায়রী ফার্ম, আণবিক শক্তি কমিশন, জাতীয় স্পোর্টস কমপ্লেক্স, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, রেডিও বাংলাদেশ-এর উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, বিভিন্ন ফলকারখানাসহ আদর্শ ধামশোনা ইউনিয়ন নিয়ে অবস্থিত এ ঐতিহ্যবাহী সভার উপজেলা।

সভার উপজেলার আয়তন ১০,৮০৮ বর্গমাইল, জনসংখ্যা পুরুষ ১,৪৯,৭৮৭ জন এবং মহিলা ১,১৯,১১৭ জন সর্বমোট ২,৬০,৯০০ জন। ধামশোনা, শিমুলিয়া, পাখালিয়া, সভার, ইয়ারপুর, বিরুলিয়া, আশুলিয়া, কাউন্দিয়া, ভাকুতা, বনগাঁও, তেতুলঝোড়া ও আমিনবাজার— এ ১২টি ইউনিয়নে মোট মৌজার সংখ্যা ২৫৬টি এবং গ্রামের সংখ্যা ৪২৫টি।

**কৃষি**  
এক ফসলী, দো-ফোসলী, তিন ফসলী, উচু ও নীচু সর্বমোট জমির পরিমাণ ৬৯,৬৬১ একর, তন্মধ্যে অনাবাদি জমির পরিমাণ হল ২৬,৪৪১ একর। সেচের আওতাধীন জমি ২১,০০০ একর এবং সেচ বহির্ভূত জমি ২১,৮০০ একর। সেচ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ২১১টি নলকূপ, তন্মধ্যে ১৮৭টি চালু। অগভীর নলকূপ ৭৮টির মধ্যে ৬৯টি চালু এবং ২২০টি পাওয়ার পাম্প যার সবক'টিই চালু বলে জানা যায়। প্রধান উৎপাদিত ফসল ধান, পাট, গম, ইক্ষু, বিভিন্ন তরিতরকারি এবং কাঠাল।

**যাতায়াত**  
সভার উপজেলার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য রয়েছে স্থল পথ এবং নদী পথ। উল্লেখ্য, এ উপজেলায় কোন রেলপথ নেই। পাকা রাস্তা (আরএণ্ডএইচ) মোট ২৯ মাইল, আধাপাকা রাস্তা ৮ মাইল, কাঁচা রাস্তা

১১২ মাইল, নদী পথ ৩৪ মাইল ও খাল ৩৮ মাইল। দিন দিন নদী ও খাল শুকিয়ে যাচ্ছে, পলি ও বালি পড়ে অনেকস্থান ইতিমধ্যে ভরে গেছে বলে জানা যায়।

**শিক্ষা ব্যবস্থা**  
এ উপজেলায় অবস্থিত দেশের উল্লেখযোগ্য এবং একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ২টি কলেজ, ১৯টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৮৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৬৮টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ২৬৬টি মসজিদ, ৯টি মন্দির, ২টি গীর্জা এবং জাতীয় স্পোর্টস কমপ্লেক্স এ সভারে অবস্থিত। উল্লেখ্য, দিন দিন মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যাসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বাড়ছে। এ উপজেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা ২৩ জন।

**জনস্বাস্থ্য**  
এ উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৪টি ইউনিয়ন উপকেন্দ্র, ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসাবে পুকুর ২৫১টি, কুয়া ৩৮৭টি এবং নলকূপের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। এছাড়া এ উপজেলায় রয়েছে সক্ষম দম্পতি ৪৯,৮৯৩, অক্ষম দম্পতির সংখ্যা ৮,০১৫, স্থায়ী ব্যবস্থাবধানে ৪,৯৮২ এবং অস্থায়ী ব্যবস্থাবধানে রয়েছে ৮,৬৯৫। এখানে উল্লেখ্য, জনগণ দিন দিন পরিকল্পিত পরিবারের দিকে ঝুকছে।

**অন্যান্য প্রতিষ্ঠান**  
উপজেলা পর্যায়ের ২৪টি অফিস, ১০টি ব্যাংক, ১০টি উদ্যান নার্সারী, ৫টি পিকনিক স্পট, ১টি ডাকবাংলা, ১৫০০ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সরকারী খাদ্য গুদাম, ১টি কোল্ড স্টোরেজ, ২টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, আদর্শ ধামশোনা ইউনিয়নে ১টি পল্লী তথ্য কেন্দ্র, ২টি অটোমেটিক রাইসমিলসহ ৫৩টি চাউলের কল, ৯টি তেলের কল, পাখা ফ্যান্টারী ১টি, মাপযন্ত্র তৈরী কারখানা ১টি, স'মিল ৮টি, মেটাল প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রী ১টি, অটো ছাপাখানা ২টি, টেক্সটাইল মিল ৬টি, ইটখোলা ৬টি, মুরগীর খামার ৫টি, বেসরকারী ডায়রী ফার্ম ৩টি, কেন্দ্রীয় গো প্রজনন কেন্দ্র ও ডায়রী ফার্ম ১টি।

ইউনিয়ন পর্যায়ে সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র ১০টি, হাট-বাজার ১৫টি, গারমেন্টস ১টি, সিরামিক ইন্ডাস্ট্রী ১টি, বিএডিএস-এর শাখা ১টি (গোপালবাড়ী) ইত্যাদিসহ আরও প্রচুর সংখ্যক কল-কারখানা এ সভার উপজেলায় অবস্থিত। এ উপজেলায় দিন দিন বিভিন্ন কল-কারখানাসহ বহু অফিস, হাউজিং সোসাইটি, খামার, টেক্সটাইল, রি-রোলিং মিল প্রভৃতির সংখ্যা বাড়ছে।